সিডনীর বাংলাদেশী মসজিদে মারামারি

কর্ণফুলি রিপোর্ট

গত শুক্রবার কুড়ি জানুয়ারী সিডনীর প্রথম বাংলাদেশী মসজিদে (সেফটন মসজিদ) দু'পক্ষের অন্ত ঃদ্বন্দকে পুঁজি করে পুনরায় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। আক্রমনকারীঃ দ্বীনের নবী ও আল্লাহ্‌র দোস্ত মোহাম্মদ(দঃ)এর পবিত্রভূমি আরব এর বংশধর, আর আক্রমনের শিকারঃ শ্রী কৃষ্ণ ও রামের জন্মভূমি তথা অবিভক্ত মহাভারতে জন্মগ্রহনকারী হতভাগা কয়েকজন মুসলমান।(বোঝা যায় কেন একলক্ষ ছিয়ানব্বুই হাজার নবীরা সকলে জন্মেছেন অসভ্য, গরম মাটি আরবে, আর রাম, কৃষ্ণ ও বুধ্বরা জম্মেছেন নরম মাটি ভারতে)

বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে অন্যান্য দিনের মত জুমার নামাজ শেষে বিবাদে লিপ্ত কমিটির দু'গ্রুপ বাংলাদেশী যখন সেদিনের দান-খয়রাত এর অর্থ গুনছিলেন তখন 'আরবীয়'রা তাদের 'হপ্তার' জন্যে কমিটির লোকদের স্নায়ুতে চাপ দিতে থাকে। আক্রমনকারীরা মসজিদে স্থায়ীভাবে ইনষ্টলড তিনটি দানবাক্স থেকেও টাকা ছিনতাই করতে উদ্ধত হয়। কিন্তু মসজিদ কমিটির সভাপতি ডঃ আয়ুবুর রহমান চৌধুরী এবং তার সাথী মোল্লা হাবিব, হারুনুর রশীদ আজাদ, সুজা সরকার তাদের হুমকী সম্বলিত প্রস্তাবকে সাহসের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখিত আরবী মুসলমান ভাই (নির্দিষ্ঠ একটি দাগী ও সন্ত্রাসী পরিবার) মসজিদ লাগোয়া তার বাড়ীতে ফিরে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ছেলে, স্ত্রী ও কন্যাদের মসজিদে পাঠিয়ে দেয়। জোর করে মসজিদের দানবাক্স ও সাপ্তাহিক সংগ্রহ লুট করে নেয়ার জন্যে। জুম্মার দিনের দান গোনার পর সাপ্তাহিক জমা-খরচের হিসেব তখনো চলছিল এবং সে অবসরে ডঃ চৌধুরী নিশ্চিন্ত মনে বাড়তি (নফল) নামাজ পড়ছিলেন। ডঃ চৌধুরী নামাজের সেজদারত অবস্থায় আক্রমনকারীরা তাকে মাথায় ডান্ডা (ব্যাটন) দিয়ে আঘাত করে। তাকে উদ্ধার করতে সাহসের সাথে সুজা সরকার (রউফ), আজাদ ও হাবীব আক্রমনকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমনকারীদের সাথে দুজন মহিলা থাকাতে 'নারী লাঞ্ছনা'র ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে বলে বাংলাদেশীরা তেমন প্রতিরোধ করতে পারেনি। ব্যাপক হাতাহাতি ও মারামারিতে ডঃ চৌধুরী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন এবং তার একজন সঙ্গী সামান্য আহত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ৪ গাড়ীতে দুডজন পুলিশ মসজিদ অঙ্গানে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেয় এবং ডঃ চৌধুরী ও তার সাথীদের বয়ান নেয়া শেষে তাকে এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পুলিশ বিষয়টি এখন তদন্ত করছে।

উল্লেখ্য সন্ত্রাসী আরবী দু/তিনটি মুসলমান পরিবার সেফটনে মসজিদ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই চীনে জোঁকের মত ধীরে ধীরে রক্ত চুষে খাচ্ছে। আর তা সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের অনৈক্যতা ও ফীবছরের কমিটিতে অর্ন্তদ্বন্দের কারনে। লক্ষ্য করা গেছে যে ধ্বজভঙ্গা ও হীজড়েরূপী কিছু বাংলাদেশী নিজেদের অর্ন্তদ্বন্দে প্রতিপক্ষকে সায়েস্তা ও সন্ত্রস্থ করতে সর্বদা গুন্ডা প্রকৃতির আরব বংশীয় লোকগুলোর সাহায্য নিয়ে থাকে। বাংলাদেশে যেমনটি দেখা যায় অনেক সংখ্যালঘু পরিবারের এক ভাই আরেক ভাইকে শায়েস্তা করতে সংখ্যগরিষ্ঠ মুসলমান 'ভাইয়া'কে ব্যাবহার করে থাকে। ঠিক তেমনটি ঘটছে সিডনীতে। কারন বাংলাদেশী মুসলমানরা স্বদেশে নেড়ী কুকুরের গায়ে লাথিমারা বীর হলেও অষ্ট্রেলিয়াতে এসে নিজেরাই 'নেড়ী কুকুর' বনে যায়। আর তাই আনুপাতিক হারে সংখ্যগরিষ্ঠ আরবীয় গুন্ডাগুলোকে নিজের ভায়ের বিরুদ্ধে তারা ভাড়া করে থাকে। প্রয়োজন হলে ইজ্জতের বিনিময়েও বাঙ্গালী ভাইটি তার অপর ভাইকে 'ঠান্ডা' করতে আরবের 'ডান্ডা' ভাড়া করে থাকে।

বর্তমান কমিটি গত একবছর ধরে দুইভাগে ভাগ হয়ে আছে। কয়েকটি মামলা এখন আদালতে ঝুলে আছে। একে অপরকে বয়কট করেছে। একপক্ষ ডঃ চৌধুরীর সাথে এবং আরেকপক্ষ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব কবীর আহমেদ (রাজু)'র সাথে লেগে আছে। কমিউনিটিতে প্রচার আছে যে, বর্তমানাবস্থায় আরবীয় ভাইয়েরা রাজু'র আস্কারাতেই মসজিদাঙ্গানে মাতাব্বরী করছে। অনেকে বলছে গত শুক্রবারের ঘটনার বিষয়ে রাজু অগ্রীম অবহিত ছিল এবং সে কারনে তিনি উক্ত জুম্মার দিন মসজিদে যাননি। 'আল্লাহ ঘর' বিষয়ে সত্য-মিথ্যা নির্ধারন করা এখন একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভর করছে।

বাংলাদেশীদের প্রতিষ্ঠিত অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম এই মসজিদটির আত্মকাহিনী পড়তে এখানে টোকা মারুন।

প্রতিবেদকঃ সুমন কল্যাণ, সোমবার, ২৩ জানুঃ ২০১২ (www.karnafuli.com)